দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 03 SEP 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

কলেজে ভর্তি ॥ নতুন পদ্ধতিকে স্বাগতম

আফরোজা পারভিন বানু

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে কলেজে ভর্তির নতুন পদ্ধতি চালু হলো এ বছর। এখন থেকে কোন ভর্তি পরীক্ষা নয়, মাধ্যমিকে প্রাপ্ত রেজাল্টের ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীরা কলেজে ভর্তি হতে পারবে। এই সিদ্ধান্তটিকে কিছু বিবেচনা সাপেক্ষে স্বাগত জানানো যেতে পারে।

প্রথমেই এই পদ্ধতি নিয়ে যে সব আপত্তি আসতে পারে, তাই নিয়ে কিছু কথা বলা যাক। দীর্ঘদিন ধরে যদি একটা পদ্ধতি চলতে থাকে, তাহলে তা এক ধরনের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট সবাই তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। অভ্যাসের বাইরে নতুন পদ্ধতি চালু করা হলে সহজে কেউ তা মেনে নিতে চান না। দেশের কলেজগুলো দীর্ঘদিন ধরে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করিয়ে আসছিল। নতুন পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে তারা তাই প্রথমদিকে কিছুটা হলেও বিব্রত বোধ করছে। পুরনো পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয়ে যাবার কারণেই নতুন পদ্ধতি নিয়ে তাদের মধ্যে দ্বিধা দেখা দিয়েছে। এই দ্বিধা দেখা দেয়া খুবই স্বাভাবিক। আসলে দীর্ঘদিন ধরে একটা পদ্ধতি চালু থাকলে তা ত্যাগ করা খুব সহজ নয়। কলেজগুলোর শিক্ষকরাও এখন তাই নতুন পদ্ধতি নিয়ে বিব্রত। পত্রপত্রিকায় যে খবর বেরুচ্ছে তাতে তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কিন্তু কেন এই প্রতিক্রিয়া? নতুন পদ্ধতিটিতো জটিল, অগ্রহণযোগ্য পদ্ধতি নয়। বরং যে যুক্তিতে এই পদ্ধতি প্রবর্তন করা হলো তা সত্যিকার অর্থেই স্বাগতম।

ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি রহিত হয়ে যাবার সুফল অনেক। প্রথমেই শিক্ষা সচিব যে যুক্তি দিয়েছেন সে অনুসারে বলা যায়, এই পদ্ধতি চালু হলে অভিভাবকদের হয়রানি এবং টেনশন অনেক কমবে। হয়রানি বলতে প্রতিবছর অভিভাবকরা যেভাবে তাঁদের সন্তানদের কলেজে ভর্তি করার জন্য এই কোচিং সেন্টার সেই কোচিং সেন্টারে ঘুরতে থাকেন, তা বন্ধ হবে। এতে সন্তানকে ভর্তি করার জন্য যে মানসিক যন্ত্রণায় ভুগতেন, তা কমে যাবে। সাশ্রয় হবে অর্থের, ছোটাছুটি যাবে কমে। কোচিং সেন্টারগুলোর ওপর যেভাবে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের নির্ভর করতে হতো তাও এখন থাকবে না। বর্তমান সময়টি যোগ্যদের যুগ, যোগ্যতার ভিত্তিতেই টিকে থাকতে হয় মানুষকে। অভিভাবকরাও জানেন একথা। ফলে তাদের সন্তানরা যদি ভাল রেজাল্ট না করে তাহলে তারা যে কলেজে ভর্তি হতে পারবে না— এই বাস্তব সত্যটি মেনে নিতে তাঁদের আপত্তি থাকার কথা নয়।

এবছর থেকে মাধ্যমিকের রেজাল্ট যেহেতু ভর্তি হবার প্রধান মাপকাঠি হয়ে উঠল, ফলে অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানরা যাতে মাধ্যমিকে ভাল রেজাল্ট করে সেই চেষ্টা করবেন আশা করা যায়। অর্থাৎ কোচিং করে ছাত্ররা ভর্তির যে যোগ্যতা অর্জন করছিল তার ফল ছিল সাময়িক। ভর্তি হয়ে গেলেই কোচিংয়ের গুরুত্ব শেষ হয়ে যেত। এখন তার পরিবর্তে মাধ্যমিকের ফল যাতে ভাল হয় সেদিকে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা মনোনিবেশ করবেন বেশি। মাধ্যমিকে ফল ভাল হলে শিক্ষার্থীদের জন্য তার শুভ প্রতিক্রিয়া হবে সুদূরপ্রসারী। সারা জীবন তা কাজে লাগবে। সুতরাং নতুন ভর্তি পদ্ধতি কোচিংনির্ভরতা কমিয়ে মাধ্যমিক ভাল ফল করার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের উৎসাহী করে তুলবে। নতুন পদ্ধতির এটাই হচ্ছে সবচেয়ে সদর্থক দিক।

পুরনো পদ্ধতির আরও একটা ত্রুটি ছিল, সেই ত্রুটি হলো অর্থ সংক্রান্ত। ভর্তির নামে কলেজগুলো অযৌক্তিক হারে ভর্তি পরীক্ষার ফী আদায় করত। সামান্য একটি ১/২ ঘণ্টা পরীক্ষার জন্য ভর্তি ফরম বিক্রি করা হতো ১০০ থেকে ১৫০ টাকা মূল্যে। বিগত বছরগুলোতে অস্বাভাবিক চাপের কারণে মাঝারি মানের কলেজেও ভর্তির জন্য আবেদন করত কয়েক হাজার ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী। কলেজগুলোর তখন পোয়াবারো। হাজার হাজার টাকা সামান্য কয়েকদিনের ব্যবধানে আয়। না, এই টাকা কলেজ ফান্ডে জমা হবার নজির খুব কম। বেশিরভাগ টাকা চলে যেত কলেজ শিক্ষকদের পকেটে। কলেজের ভর্তি কমিটিতে যাঁরা যুক্ত থাকতেন, তাঁরা পেতেন এই টাকার সিংহভাগ। অধ্যক্ষরা থাকতেন সবার শীর্ষে। নতুন পদ্ধতিতে জনমানুষের টাকার নয়-ছয় হবার সুযোগ প্রায় শূন্যে এসে দাঁড়াল। কারণ, মাত্র ১০ টাকার বিনিময়ে এখন ফর্ম বিক্রি করতে হচ্ছে। এই সামান্য পরিমাণ অর্থ দিয়ে শিক্ষকরা এখন আর পকেট ভরতে পারবেন না। তাঁদের সেই সুযোগ আর রইল না। সুতরাং নতুন পদ্ধতিটি শুধু কোচিং সেন্টারগুলোর নয়, কলেজগুলোর দুর্নীতিও কমাবে। পদ্ধতিটি তাই স্বাগতম। বেসরকারী কলেজগুলোর আয় হয়ত কমবে কিন্তু সামগ্রিক বিচারে অর্থের যে নয়-ছয় হচ্ছিল, তা আর হবে না। স্বস্তির ব্যাপার এটাই। কলেজে ভর্তির নতুন পদ্ধতিতে সুফল তাই বেশি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এই পদ্ধতি যাতে কলেজগুলো মেনে চলে, সেজন্য কঠোর হবার অনুরোধ রইল। কোন কোন কলেজ ইতোমধ্যে পরীক্ষা নিচ্ছে বলে খবর বেরিয়েছে। আমাদের দাবি, ঐ পরীক্ষা বাতিল করে মেধাভিত্তিতে ছাত্র ভর্তি করা হোক। সরকারের কাছে অনুরোধ রইল এ ব্যাপারে কঠোর হবার।

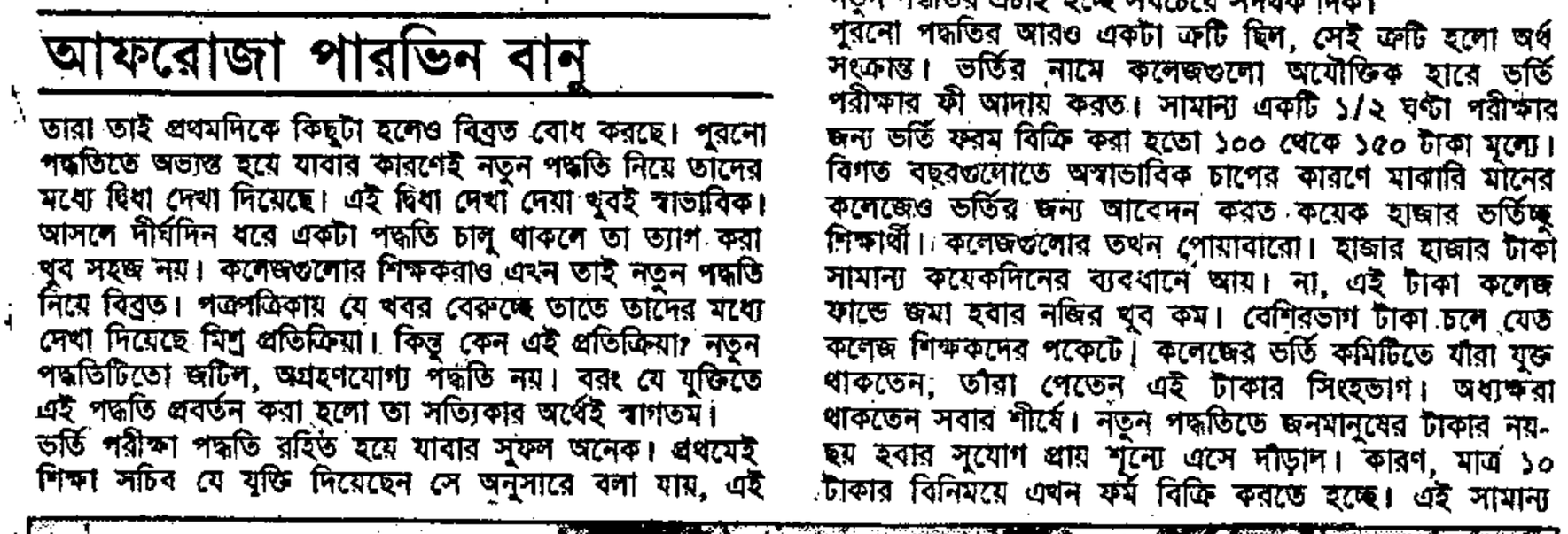

নটরডেম কলেজের সামনে ভর্তিচ্ছুদের ভিড় — *ছবি ঃ মীর আহম্মদ মীরু*